Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

“চেয়ারে বসে সালাত আদায় করার বিধান”

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাছরুন নাহার

রোলঃ 216020982

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে সালাত আদায় করার বিধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাছরুন নাহার

রোলঃ 216020982

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "চেয়ারে বসে সালাত আদায় করার বিধান" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাছরুন নাহার, আইডিঃ 216020982 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "চেয়ারে বসে সালাত আদায় করার বিধান" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা এবং মিশ্রিত রচনা।

Nasrun Nahar

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

নাছরুন নাহার

আইডিঃ 216020982

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

সালাত আদায়ের গুরুত্ব ও ফযিলত 7

সলাত মুমিনদের বৈশিষ্ট্য : 9

সলাতের উপকারিতা : 10

চেয়ারে সলাত আদায়ের বিধান ও বিভিন্ন উলামায়ে কেরামের মতামত 14

শরয়ী ওযর : 15

সমাধান: 15

দালায়েল : 17

যাদের জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া নাজায়েয 19

কখন চেয়ারে বসে নামায আদায় করবেন? 21

নামাযের আংশিক চেয়ারে আদায় করার হুকুম 23

সম্পুর্ন নামায যার জন্য চেয়ারে বসে পড়া জায়েয 25

চেয়ারে বসে নামাযের ক্ষেত্রে সিজদা আদায়ের পদ্ধতি 26

নামাযের কাতারে চেয়ার কোথায় রাখবেন? 27

চেয়ারে বসে টেবিলের উপর সেজদা করার হুকুম 28

তহারাতের জন্য সেজদা ছেড়ে দেয়া 30

মহিলাদের জন্য ঘরে খাট বা চেয়ারে বসে নামাজ পড়া 30

সেজদা করতে অক্ষম ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ইশারা করে নামাজ আদায় করবে না বসে 31

চেয়ারে বসে ইমামতি করা 31

হাঁটুর ব্যাথার কারণে কখনো রুকু সেজদা করে আর কখনো চেয়ারে বসে নামাজ পড়া 31

সারকথা : 34

ভূমিকা

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমাদের নফসের অনিষ্ট ও মন্দ কাজসমূহ থেকে বাঁচতে তার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তিনি যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে কেউ বিপদে নিতে পারেনা। পক্ষান্তরে যার ক্ষেত্রে তিনি ভ্রষ্টতার স্রোতকে আপন গতিতে ছেড়ে দেন, তাকে কেউ সুপথে আনতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, সৃষ্টির সকল অংশের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। এ ব্যাপারেও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও প্রেরিত রাসুল।

সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর বান্দাদের ওপর সালাত ফরজ করেছেন এবং তাদেরকে এটি প্রতিষ্ঠিত করার ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর সলাত খুশ' খুযুর সাথে আদায় করার মধ্যে সফলতা নিহিত রয়েছে কুফুরের মধ্যে পার্থক্যকারী এবং নির্লজ্জতা ও অন্যায় থেকে বারণকারী বলে গণ্য করেছেন।

আলোচনার টপিক হচ্ছে, **চেয়ারে বসে সালাত আদায় করার বিধান** এটি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার যা সাধারনত খুব কম আলেমই আলোচনা করেছেন। চেয়ারে বসে সালাত আদায়কারীদের বিবিধ বিধান এখানে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে তারা কিভাবে জামাতের সাথে সালাত আদায় করবে তার বর্ণনা দেওয়া দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে বহু মুসল্লিকে দেখা যায়, ব্যক্তিগত সব কাজ করেন। উপর হয়ে অনেক ভারী জিনিসও সব বহন করেন। সকালে ঘন্টার পর ঘন্টা হাটেন। বেয়াম করেন অথচ তারা মসজিদে এসেছে চেয়ারে বসে থাকেন। নিজেদের বুঝ মতো, তারা চেয়ারে বসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। কোন বিজ্ঞ আলেমের কাছে জিজ্ঞেস করেন না। অথবা কোন

ত্বলিবে হাজেক (বিজ্ঞ দ্বীনদার ডাক্তার) এর পরামর্শ নেন না। অতএব, চেয়ার তখনই ব্যবহার করা যাবে, যখন কোন বিজ্ঞ আলেম বা দ্বীনদার ডাক্তার চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের পরামর্শ দিবেন।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসল্লিগণ যাতে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে তাদের সালাত আদায় করতে পারে এবং ভুল-ভ্রান্তি থেকে দূরে থাকতে পারে। কেননা আমরা জানি যে, সালাত হচ্ছে শাহাদাতাইনের পর ইসলামের মূলস্তম্ভ এবং মৌলিক অঙ্গ। সালাতের সাথেই ব্যক্তির অন্যান্য কর্মকাণ্ড বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি জড়িত। সুতরাং সালাত যদি শুদ্ধ হয়ে যায় তবে অন্য আমলও তার বিশুদ্ধ হবে। আর যদি সালাতই শুদ্ধ না হয় তবে অন্যান্য আমলও তথৈবচ। তাই সালাতকে যথাযথভাবে পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করতে সচেষ্ট থাকার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর তার বর্ণনা করা দ্বীনের অন্যতম কাজ হিসেবে পরিগণিত। বিশেষ করে বর্তমানে চেয়ারে বসে সালাত আদায়কারীর সংখ্যা এতই বেড়ে গেছে যে প্রায় সকল মসজিদেই তাদেরকে দেখা যায়। অথচ অনেকেই অবচেতনভাবে তাতে ভুল করে যাচ্ছে। কারণ এমন অনেক আছে যে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু রুকু বা সিজদা করতে পারে না, অথচ সে না দাঁড়িয়েই বসে বসে সালাত আদায় করছে, অথচ সালাতের প্রতি রাকাতে দাঁড়ানো সালাতের রুকন। এ জাতীয় আরও কিছু ভুল সংঘটিত হয়ে থাকে। নিম্নে এ বিষয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাবে ইন শা আল্লাহ।

সালাত আদায়ের গুরুত্ব ও ফযিলত

কালিমার সাক্ষ্য দেয়ার পরে সালাতই হলো ইসলামের অধিকতর গুরুত্ব ও তাগিদপূর্ন রুকন বা স্তম্ভ এবং
ইসলামের সবচেয়ে বড় আনুষ্ঠানিকতা, প্রতীক ও উত্তম ইবাদাত। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা সালাতকে ঈমান নামে অভিহিত করেছেন। কোরআনের অনেক জায়গায় সালাতের কথা বলা হয়েছে। বিগত শরীয়তসমূহের মধ্যে থেকেও কোন শরিয়াত সালাত বিহীন ছিল না নিম্নে তার কয়েকটি দলিল পেশ করা হলো - সূরা ইব্রাহীম উল্লেখ আছে

رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ۝٤٠

“হে আমার রব! আমাকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী কর এবং
আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও।” [সূরা ইবরাহীম,
আয়াত: ৪০]

আমাদের নবীর মত পূর্ববর্তী নবীগণকেও আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, নামাযও ওসব বিষয়ের অন্যতম, যার বিধান আল্লাহ অন্যান্য নবীদেরকেও দান করেছেন (যদিও নামাযের সংখ্যা ও বিস্তারিত পদ্ধতি এক রকম ছিল না)।

আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ., ইসহাক আ., ইয়াকুব আ.-এর আলোচনা করে বলেন-

وَجَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ.

আমি তাদের বানিয়েছিলাম নেতা, যারা আমার নির্দেশে (মানুষকে) পথপ্রদর্শন করত। আমি ওহীর মাধ্যমে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম সৎকর্ম করতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত আদায় করতে। আর তারা আমারই ইবাদতকারী ছিল।-সূরা আম্বিয়া (২১) : ৭৩

মারইয়াম আলাইহাস সালাম যখন সদ্যপ্রসূত শিশুকে নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে এলেন তখন তারা তাঁর প্রতি অভিযোগের তীর নিক্ষেপ করল এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করতে লাগল। তিনি ইশারায় তাদের জানালেন তারা যেন শিশুটিকেই জিজ্ঞাসা করে, কীভাবে তার জন্ম হয়েছে। তখন তারা বলল, আমরা দোলনার শিশুর সাথে কীভাবে কথা বলব? এমন সময় আল্লাহ শিশুটির যবান খুলে দিলেন। দোলনার শিশু ঈসা মাসীহ বলতে শুরু করলেন-

اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِیَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا وَّجَعَلَنِیْ مُبٰرَكًا اَیْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَاَوْصٰنِیْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَیًّا وَّبَرًّۢا بِوَالِدَتِیْ وَلَمْ یَجْعَلْنِیْ جَبَّارًا شَقِیًّا وَالسَّلٰمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُّ وَیَوْمَ اَمُوْتُ وَیَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا.

আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন আর তিনি আমাকে করেছেন বরকতময় আমি যেখানেই থাকি এবং আমাকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকি। এবং আমাকে করেছেন আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী। আমাকে করেননি উদ্ধত ও হতভাগা। আর আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন আমি জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হব।-সূরা মারইয়াম (১৯) : ৩০-৩৩

এখান থেকে এটা যেমন জানা গেল যে, ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি নামাযের নির্দেশ ছিল, তেমনি এও বোঝা গেল যে, নামায অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই তো দোলনার শিশুর যবান দিয়ে আল্লাহ যে কটি কথা বলিয়েছেন তাতে নামায স্থান পেয়েছে। ঈসা মাসীহের এ বাণী থেকে আরো জানা গেল, যতদিন হায়াত থাকবে ততদিন পর্যন্ত নামায পড়তে হবে।

সলাত মুমিনদের বৈশিষ্ট্য :

একমাত্র মুমিনই আল্লাহর কাছে মর্যাদাশীল। আর কুরআনে বহু জায়গায় মুমিনদের একটি গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা নামায কায়েম করে। এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ বস্তুত নামাযের উপর গুরুত্বারোপ করছেন যে, যদি মুমিন হও তাহলে নামায কায়েম কর।

যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন-

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ.

তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা বিনয়ী।-সূরা মায়েদা (৫) : ৫৫

এখানে মুমিনদের বন্ধু কারা এ প্রসঙ্গে কেবল তিন শ্রেণির কথা উল্লেখ করা হয়েছে : ক. আল্লাহ। খ. রাসূল। গ. মুমিনগণ। তারপর এই মুমিনদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই বলা হয়েছে তারা নামায কায়েম করে।

সলাতের উপকারিতা :

দুনিয়া ও আখিরাতে/পরকালে সালাতের অনেক উপকারিতা রয়েছে, নিম্নে সংক্ষেপে কতিপয় উল্লেখ করা হলো:

১। সালাত হিফাযত বা সংরক্ষণকারীর জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন, যে তা হিফাযত করল তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন...।" (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

২। যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করল তার জন্য সালাত জ্যোতি ও প্রমাণ হবে: অর্থাৎ সালাত তার ঈমানের দলীল হবে এবং কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের কারণ হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে সালাতের হিফাযত করল সালাত তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও কিয়ামতের দিন মুক্তির কারণ হবে।" (ইতোপূর্বে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে)

৩। সালাত বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱسۡجُدۡ وَٱقۡتَرِب﴾ [العلق: ١٩]

"আর সাজদাহ কর ও (আমার) নিকটবর্তী হও।" [সূরা আল-'আলাক, আয়াত: ১৯]

অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং সমস্ত সৎ কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ কর, আর সৎ কাজের মধ্যে আল্লাহর জন্য সাজদাহ হচ্ছে সবচেয়ে বড়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "বান্দা স্বীয় রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সাজদাহ অবস্থায়। অতএব, তোমরা সাজদায় বেশি-বেশি দো'আ কর।" (সহীহ মুসলিম ও নাসাঈ)

সালাতই হচ্ছে বান্দাহর ও আল্লাহর মাঝে সম্পর্ক গড়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। অতএব, যদি কেউ চায় তবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে (সালাতের মাধ্যমে) বেশি-বেশি সাজদাহ ও রুকুর মাধ্যমে এ সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে। এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে বেশি-বেশি দো'আ করার ওসীয়ত করেছেন।

৪। সালাত গুনাহ ও মন্দ কাজের কাফ্ফারা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত পেল আর সালাতের জন্য উত্তমরূপে অযু করল যথাযথ খুশু-খুযু নিয়ে সালাত আদায় করল, ঠিকমত রুকু করল। এ সালাত তার বিগত গুনাহের কাফ্ফারা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হবে। আর এই ফযীলত সব সময়ের জন্য।" (সহীহ মুসলিম)

উক্ত হাদীসের শেষ অংশের দিকে লক্ষ্য করা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন: "যতক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হবে" কেননা কবীরা গুনাহ খাঁটি ও আন্তরিক তাওবা ব্যতীত মাফ হবে না।

৫। সালাত সর্বোত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত: আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন: সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন, "সময়মত সালাত আদায় করা"। আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ বলেন, তারপর কোনটি? তিনি বলেন, "পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা"। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, আমি বললাম: তারপর কী? তিনি বললেন: "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

৬। সালাতের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন আত্মিক প্রশান্তি-আরাম এবং চক্ষু শীতলতা: আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]

"জেনে রাখ! আল্লাহর যিকিরেই আত্মা প্রশান্ত হয়।" [সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ২৮]

আর সম্পূর্ণ সালাতই আল্লাহর যিকির বরং সালাত আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ﴾ [طه: ١٤]

"আমার যিকিরের (স্মরণের) জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর।" [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৪]

এ জন্যই মুসলিমগণ সালাতের মধ্যে অর্জন করে সুখ-শান্তি ও আরাম। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, “উঠো বিলাল এবং আমাদেরকে সালাতের মাধ্যমে আরাম পৌঁছাও।” (মুসনাদে আহমদ) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার চক্ষু প্রশান্তি সালাতের মধ্যে নিহিত রয়েছে।” (সুনান নাসাঈ)

পক্ষান্তরে সালাত পরিত্যাগকারী হলো আল্লাহর যিকির (সালাত) বিমুখ, আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর যিকির থেকে বিমুখদের জন্য তার জীবন-যাপন সংকুচিত করার ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ ١٢٤﴾ [طه: ١٢٤]

“যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্য তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।” [সুরা ত্বাহা, আয়াত: ১২৪]

এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আমরা সাধারণত সালাতে অলসতাকারীদেরকে দেখতে পাবো যে, তারা আত্মিক অস্থিরতা, স্নায়ুর চাপ ও নানা ধরণের মানসিক যন্ত্রনায় ভুগে। সুতরাং, কোন রকমের ওজর ব্যতীত চেয়ারে বসে সালাত আদায় করা থেকে দূরে থাকতে হবে। কোন কারন ছাড়া চেয়ারে বসে সলাত আদায় করা কোন মুসলিমের জন্য ভয়াবহ অবস্থা হতে পারে।

সুতরাং, সলাত আমাদের খুবই গুরুত্বের সাথে খুশুখুযু অনুসারে আদায় করা উচিৎ। আর এই সালাতই হচ্ছে মুমিন আর কাফেরের মধ্যে পার্থক্যকারী। অতএব, কোন কোনভাবেই সলাত হেলায় ফেলায় আদায় করা অনুচিত।

চেয়ারে সলাত আদায়ের বিধান ও বিভিন্ন উলামায়ে কেরামের মতামত

চেয়ারে বসে নামায আদায়ের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম অনেক লেখা-লেখি করেছেন। নিম্নে আমরা সংক্ষেপে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করবো, ইনশা-আল্লাহ।

এক্ষেত্রে প্রথমে কয়েকটি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে:

১। নামাযে সর্বমোট রুকন হলো ছয়টি। এর মধ্যে দু'টি আদায় করা হয় মুখে। তাকবীর ও কেরাত। আর বাকি চারটি আদায় করা হয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে। যেমন- কিয়াম, রুকু, সিজদা, আখেরী বৈঠক। এই চারটি কাজের কোনো একটি ভুলে বা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। নামায শুদ্ধ হবে না।

২। নামাযে রুকু'র সম্পর্ক হলো কেয়াম এর সাথে, আর সেজদা'র সম্পর্ক বৈঠক এর সাথে।

৩। মা'যুর ব্যক্তির জন্য শরীয়তে যে কোনো ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা রেখেছেন। কোরআনে কারীমে এসেছে ليس على المريض حرج অসুস্থ ব্যক্তির জন্য অসুবিধা নেই। (যেভাবে পারে করুক) (النور ৬১) অন্য আয়াতে এসেছে- لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার সাধ্যের বাইরে কোনো বিধান দেননা। (বাকারা /২৮৬) অর্থাৎ বান্দা তার সাধ্যানুযায়ি হুকুম পালন করবে।

শরয়ী ওযর :

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আদায় করা হয় এমন রুকনগুলো আদায়ের ক্ষেত্রে যেসব ওযর দেখা যায়, তা হলো-

১। কেয়াম করতে সক্ষম, বাকি তিনটা করতে সক্ষম নয়।

২। কেয়াম ও রুকু করতে সক্ষম, বৈঠক ও সেজদা করতে সক্ষম নয়।

৩। কেয়াম, রুকু ও বৈঠক করতে সক্ষম, হাটু বা চেহারায় সমস্যা হওয়ার কারণে সেজদা করতে সক্ষম নয়।

৪। বৈঠক ও সেজদা করতে সক্ষম, কেয়াম ও রুকু করতে সক্ষম নয়।

৫। শুধু বৈঠক করতে সক্ষম, বাকি তিনটা করতে সক্ষম নয়।

৬। দাড়াতেও অক্ষম, বসতেও অক্ষম। অর্থাৎ চার রুকনের কোনোটাই যথাযথ আদায় করতে সক্ষম নয়।

সমাধান:

বিস্তারিত সমাধান পেশ করার আগে আমরা একটি মূলনীতি বর্ণনা করতে চাই। তা হলো- নামায পরিপূর্ণতার দাবী হলো, প্রতিটি রুকন যথাযথ আদায় করা। সুস্থ ব্যক্তি সবগুলো রুকন আদায় করবেন, আর অসুস্থ বা মা'যুর ব্যক্তি যেভাবে রুকন বেশি আদায় হয় সেভাবে নামায আদায় করবেন। সুতরাং

১। যদি কেউ শুধু কেয়াম করতে সক্ষম হন, অন্য তিন রুকন আদায় করতে সক্ষম না হন, তবে তিনি দাড়িয়ে ইশারায় রুকু-সেজদা করে নামায আদায় করবেন।

ইমাম যুফার ইবনে হুযাইল রাহ., ইমাম মালেক রাহ., ইমাম শাফেয়ী রাহ. এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ.-এর মাযহাব হলো, যে ব্যক্তি জমিনের উপর সিজদা করতে অক্ষম, যদি দাড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম হন, তবে তাকে দাড়িয়েই নামায আদায় করতে হবে। যেহেতু তিনি সিজদা করতে অক্ষম, তাই তিনি ইশারায় সিজদা করবেন যদি রুকু করতেও অক্ষম হন, তবে রুকুও ইশারায় আদায় করবেন। জমিনে সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে দাড়ানোর ফরয ছাড়া যাবে না।

('ফাতহুল কাদীর' খ. ১ পৃ. ৪৬০)

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম লিখেছেন, যে ব্যক্তি দাড়িয়ে নামায শুরু করতে পারেন কিন্তু সিজদার জন্য জমিনে বসার পর আবার দাড়াতে অনেক কষ্ট হয়, এমন ব্যক্তিও কিয়াম (দাড়িয়ে নামায পড়া) একেবারে ছাড়বেন না। বরং প্রথম রাকাত দাড়িয়ে আদায় করবেন। এরপর দাড়াতে কষ্ট হওয়ার কারণে বাকী নামায বসে আদায় করবেন।

২। যদি কেয়াম ও রুকু করতে সক্ষম হন, বৈঠক ও সেজদা করতে সক্ষম না হন, তবে তিনি দাড়িয়ে নামায পড়বেন, স্বাভাবিক রুকু করে ইশারায় সেজদা দিয়ে নামায শেষ করবেন, অথবা চেয়ারে বসবেন এবং মাথা ঝুকিয়ে ইশারার মাধ্যমে সেজদা আদায় করবেন।

৩। যদি কেয়াম, রুকু ও বৈঠক করতে সক্ষম হন, কিন্তু সেজদা করতে সক্ষম না হন, তবে তিনি দাড়িয়ে নামায পড়বেন, স্বাভাবিক রুকু ও বৈঠক করবেন, ইশারায় শুধু সেজদা আদায় করবেন।

৪। যদি বৈঠক ও সেজদা করতে সক্ষম হন, কেয়াম ও রুকু করতে সক্ষম না হন, তবে তিনি বসে ইশারায় রুকু করে স্বাভাবিক সেজদার মাধ্যমে নামায আদায় করবেন।

৫। যদি শুধু বৈঠক করতে সক্ষম হন, বাকি তিনটা আদায় করতে সক্ষম না হন, তবে তিনি বসে ইশারায় রুকু সেজদার মাধ্যমে নামায আদায় করবেন।

৬। যদি কেয়াম বা বৈঠক কোনোটাতেই সক্ষম না হন, অর্থাৎ চার রুকনের কোনোটাই আদায় করতে সক্ষম না হন, তবে পার্শ্বদেশের উপর ভর করে বা বালিশের সাথে টেক লাগিয়ে শুয়ে রুকু সেজদা ইশারার মাধ্যমে নামায আদায় করবেন। একান্ত যদি চেয়ারে বসে নামায আদায় করতে পারেন, তবে চেয়ারে বসে আদায় করারও অনুমতি থাকবে।

দালায়েল :

১। মুসলিম শরীফ ছাড়া বাকী পাঁচ কিতাবে বর্ণিত, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত-

كانت بى بواسير فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب (البخارى رقم : **১১১৫** مسلم وابوداود **৯৫২** الترمذى **৩৭৩** ابن **১২২৩** الدار قطنى(১/৩৮

আমি অর্শ¦ রেগে আক্রান্ত ছিলাম, তাই আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজ কিভাবে আদায় করবো জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বলেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়, যদি তাতে সক্ষম না হও তবে বসে পড়, আর যদি বসেও না পার, তবে পার্শ্ব দেশের উপর শুয়ে পড়। (বোখারি, নং-১৬১৫ আবু দাউদ-৭৫২, তিরমিযী-৩৭০)

وزاد النسائى : فان لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا (فتح القدير(২/৩

ইমাম নাসায়ী (রহ.) আরেকটু বাড়িয়ে বর্ণনা করেন যে, যদি বসতে না পার তবে চিত হয়ে শুয়ে যাবে। (কেননা) আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে সাধ্যের বাইরে বিধান অর্পণ করেন না। (ফাতহুল কদীর খ: ২ পৃ: ৩)

২। হযরত আয়শা রাযি. থেকে বর্ণিত-

صلاة الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- في مرضه عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- في مرضه الَّذي مات فيهর্ :مروا أبا بكر أن يصلِّي بالنَّاس وصلَّى النَّبي خلفه قاعدًا)رواه البخاري) **৭১৩**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগে ইন্তিকাল করেন, সে রোগে আক্রান্ত অবস্থায় হযরত আবু বকর রাযি, এর পেছনে বসে নামায আদায় করেছেন। (বুখারী- ৭১৩)

৩। হিদায়া গ্রন্থকার লিখেন: যখন অসুস্থ ব্যক্তি দাড়াতে একেবারে অক্ষম হয়, বা দাড়ালে সুস্থ হতে বিলম্ব হয়, অথবা দাড়ালে কঠিন যন্ত্রনা অনুভব হয়, তবে তিনি বসে নামাজ পড়বেন, পারলে বসে রুকু সেজদা করবেন, নতুবা ইশারা করে রুকু সেজদা আদায় করে নিবেন।

আর যদি বসতেও না পারেন, নিজে নিজে সোজা হয়ে বসে থাকতেও অক্ষম হন এবং কোনো কিছুর সাথে টেক লাগিয়ে বসতেও সক্ষম না হন, তবে পার্শ্ব দেশের উপর শুয়ে পিঠকে একটা বালিশের সাথে লাগিয়ে ইশারা করে নামাজ আদায় করবেন।(ফাতহুল কাদীর ২/পৃ: ৩-৪)

৪। আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. এর ব্যাখ্যা করেন-

فان لم يستطع القعود يعنى مستويا ومستندا فإنه ان قدر عليه مستندا لزمه القعود.. استلقى.

'যদি অসুস্থ ব্যক্তি বসতেও অক্ষম হন, নিজ শক্তিতে বসতে না পারেন বা কিছুর সাথে হেলান দিতেও না পারেন, তবে পাশের্^র উপর শুয়ে নামাজ পড়বেন (ফাতহুল কাদির খ: ২/পৃ:৪)

৫। এর আরো একটি দলীল হতে পারে সালাতুত তালিবি ওয়াল মাতলুবি। 'তালিবি' বলা হয় ঐ মুজাহিদ দলকে, যারা শত্রুর পিছু নিয়েছেন। আর 'মাতলুব' বলা হয় শত্রুরা যে মুজাহিদ দলের পিছু নিয়েছে তাদেরকে।

ইমাম বোখারী রহ. 'সালাতুত তালিবি ওয়াল মাতুলুবি' নামে অধ্যায় কায়েম করেছেন, তাতে ইমাম আওযায়ী রহ. এর ফতওয়া উল্যেখ করেছেন যে, শুরাহবীল ইবনে সামুত রহ. ও তার মুজাহিদ বাহিনী ঘোড়া থেকে নেমে নামাজ আদায় করতে অক্ষম হওয়ার কারণে ঘোড়ার পিঠে নামাজ আদায় করে নেন। ইমাম আওযায়ী রহ. কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, মাসআলা এমনই হবে। (বুখারী- ১/১১৯ পৃ:)

এক্ষেত্রে (তালিব-মাতুলবের জন্য) ঘোড়ার পিঠে নামাজ আদায় করে নেওয়া আবু হানীফা রহ.সহ সকলের নিকট জায়েয।

যাদের জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া নাজায়েয

১. যে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে মাযূর নয়, অর্থাৎ কিয়াম, রুকু-সিজদা করতে সক্ষম, তার জন্য যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায আদায় করাই জায়েয নয়। অথচ কখনো কখনো দেখা যায়, এ ধরনের সুস্থ ব্যক্তিও সামনে চেয়ার পেয়ে চেয়ারে বসে নামায আদায় করে নেয়। ফলে তার নামাযই হয় না।

২. শুধু আরামের জন্য অথবা মামুলি কষ্টের বাহানায় চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। এমনকি যমিনে বসে পড়লেও আদায় হবে না।

৩. যার পায়ে বা কোমরে ব্যথা। দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুকু-সিজদা করে নামায পড়লে শরীরে ব্যথা লাগে। কিন্তু তার ব্যথা এ পরিমাণের নয় যে, তা অনেক বেশি। যা সহ্যের বাইরে; বরং এ ব্যথা নিয়ে সে কিয়াম ও রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে পারে তবে তার জন্যও যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায পড়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন করলে নামায আদায় হবে না।

৪. যে কিছুটা অসুস্থ। কিন্তু তার অসুস্থতা এ পর্যায়ের নয় যে, সে কিয়াম ও রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে সক্ষমই নয়, বা এভাবে নামায পড়লে তার রোগ বেড়ে যাবে কিংবা রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হবেÑ এমনও নয়। এমন অল্প অসুস্থতার অজুহাতে যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না।

৫. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়াতে সক্ষম। যমিনে সিজদাও করতে পারে। কিন্তু পা ভাঁজ করে তাশাহহুদের সুরতে বসতে পারে না। তবে পা ছড়িয়ে বা চারজানু হয়ে বা এক পা বিছিয়ে আরেক পা উঠিয়ে কিংবা এক পায়ের পাতা বিছিয়ে আরেক পা বের করে অথবা উভয় পা বের করে বা অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে যমিনে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে তার জন্যও চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নয়।

সে যেভাবে সম্ভব বসেই যমিনে সিজদা করে নামায আদায় করবে এবং কিয়াম ও রুকুও যথানিয়মে আদায় করবে। পুরোপুরি সুন্নত তরিকায় তাশাহহুদের সুরতে বসতে না পারার অজুহাতে তার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন ব্যক্তি যমিনে সিজদা না করে চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদা করলে তার নামায সহীহ হবে না।

৬. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনো পদ্ধতিতে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে, তবে চেয়ারে বসে নামায শুরু করলে সিজদা ও কা'দা (বৈঠক)-এর জন্য যমিনে নামতে সক্ষম নয় তার জন্যও চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নয়। এমন ব্যক্তি যেহেতু সমতলে বসে সিজদার ফরয আদায় করতে সক্ষম তাই শুরু থেকেই সে যমিনে বা সমতলে বসে যথানিয়মে সিজদা করে নামায আদায় করবে; নতুবা তার নামায আদায় হবে না।

৭. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম, আবার যমিনে বা সমতলে বসতেও পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে, কিন্তু নামাযে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসতে পারে না, তেমনি বসলে আবার দাঁড়াতে পারে না তার জন্যও চেয়ারে বসে পড়া জায়েয নয়। বরং সে পুরো নামায নিচে বসে আদায় করবে, যাতে যথানিয়মে যমিনে সিজদা করতে পারে; নতুবা তার নামায সহীহ হবে না।

কখন চেয়ারে বসে নামায আদায় করবেন?

বর্তমানে বহু মুসল্লীকে দেখা যায়, ব্যক্তিগত সব কাজ করেন। উপুড় হয়ে অনেক ভারি জিনিসও বহন করেন। সকালে ঘন্টার পর ঘন্টা হাটেন। বেয়াম করেন। অথচ তারা মসজিদে এসে চেয়ারে বসে থাকেন। নিজেদের বুঝ মতো, ইচ্ছা মতো তারা চেয়ারে বসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। কোনো বিজ্ঞ আলেমের কাছে জিজ্ঞেস করেন না। অথবা কোনো ত্ববীবে হাজেক (বিজ্ঞ দ্বীনদার ডাক্তার) এর পরামর্শও নেন না। এজন্য আমরা বলবো, চেয়ার তখনই ব্যবহার করা যাবে যখন কোনো বিজ্ঞ আলেম বা দ্বীনদার ডাক্তার চেয়ারে বসে নামায আদায়ের পরার্শ দিবেন।

চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার ব্যাপারে ব্যাখ্যা হল এই যে, যদি কোন ব্যক্তি ফরজ নামাজে কেয়াম করতে সক্ষম না হয় তবে রুকু সেজদা করতে পারে তাহলে এমতাবস্থায় সেই যদি জমিন বা খাটে ইত্যাদিতে বসে নামাজ আদায় করতে পারে তাহলে সে জমিন বা খাটে বসেই নামাজ আদায় করবে। আর এ অবস্থায় উক্ত মাজুর ব্যক্তির জন্য নিয়মমাফিক ঝুঁকে রুকু করা এবং জমিন, খাট ইত্যাদিতে মাথা রেখে সেজদা করা জরুরী। শুধু ইশারায় রুকু সেজদা করা জায়েজ নেই এবং এর দ্বারা নামাজ হবে না। হ্যাঁ দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তি যদি নিয়ম তান্ত্রিকভাবে জমিনে মাথা রেখে সেজদা করতে সক্ষম না হয় অথবা সেজদা করতে সীমাহীন কষ্ট হয় তাহলে সে খাট ইত্যাদিতে মাথা রাখা ছাড়াই শুধু ইশারায় রুকু-সেজদা করবে। এর দ্বারাই তার সেজদা আদায় হয়ে যাবে ।

আর এ অবস্থায় অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি রুকু-সেজদা অথবা শুধু সেজদা করতে অক্ষম হয় তাহলে সে ব্যক্তির জন্য যেহেতু জমিনে বসে ইশারা করা আবশ্যক নয়, বরং দাঁড়িয়ে ইশারা করাও বৈধ। তাই এমন ব্যক্তি যদি চেয়ারে বসে ইশারা করে তাহলে তার জন্য তাও বৈধ হবে তবে রুকু- সেজদা করতে সক্ষম হওয়া অবস্থায় চেয়ারে বসে নামাজ পড়া বৈধ নয় আর উপরোক্ত যে অবস্থায় চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার অবকাশ রয়েছে সে অবস্থায় যদি জমিনে বসে নামাজ পড়তে পারে তাহলে তার জমিনে বসে নামাজ আদায় করা উচিত। অযথা চেয়ারে নামাজ না পড়া উচিত।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতি মোহাম্মদ তাকী ওসমানী দা.বা. তার ফতোয়াতে লিখেন :-

মসজিদে বিনা ওজনের চেয়ারের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে কোরআনে কারীম এবং বুজুর্গ মুসল্লিদের আদবের খেলাফ হয়ে যায়। এই জন্য ইশার নামাজ পড়া অবস্থায় ও যথাসম্ভব চেয়ার ব্যবহার করা থেকে বেচে থাকা উচিত এবং এর ব্যবহারের প্রতি লোকদেরকে নিরুৎসাহ করা উচিত। আর এর ব্যবহার শুধু ওই সকল ব্যক্তিদের পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা চাই যারা জমিনে বসে নামাজ আদায় করতে সক্ষম নয়। তবে রুকু সেজদা করতে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করা এই কারণে জায়েজ যে, যখন কোন ব্যক্তি রুকু- সেজদা করতে সক্ষম না হয়, তখন যদিও তার জন্য উত্তম এটাই যে সে জমিনে বসে ইশারায় নামাজ পড়বে যেমনটি হাদিস শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, এমন ব্যক্তি যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুকু সেজদা ইশারা করে নেয় তাহলে তাও জায়েজ। যেমনটি ফাতহুল কদিরে এসেছে ---- "যদি দাঁড়িয়ে ইশারা করে তাহলে তা জায়েজ আছে তবে বসে ইশারা করা উত্তম কেননা তা সে তার অধিক নিকটবর্তী"(ফাতহুল ক্বদীর- ১/৪৬০)

সুতরাং যখন ইশারায় নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির জন্য জমিনে বসেই নামাজ পড়া জরুরী বা নির্ধারিত নয় বরং দাঁড়িয়ে ইশারা করে নামাজ পড়াও জায়েজ, তাই চেয়ারে বসে ইশারায় নামাজ পড়াও জায়েজ হবে। তবে চেয়ারের মোকাবেলায় জমিনে বসা উত্তম। কেননা জমিনে উপবিষ্ট ব্যক্তি চেয়ারে উপবিষ্টের চেয়ে জমিনের অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকে।

নামাযের আংশিক চেয়ারে আদায় করার হুকুম

১. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে। তার জন্য সিজদা ও কা'দা (বৈঠক) যমিনে বসে যথানিয়মে আদায় করা জরুরি। এমন ব্যক্তি যদি সিজদার সময় চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদা আদায় করে তবে তার নামায সহীহ হবে না; বরং এক্ষেত্রে সে পুরো নামাযই যমিনে বসে আদায় করবে। আর সে যদি এক্ষেত্রে সিজদা ও কা'দা (বৈঠক) যমিনে বসে যথানিয়মে আদায় করে কিন্তু কিয়াম ও রুকুর সময় চেয়ারে বসে তবে তার নামায ফাসেদ না হলেও যমিনে বসে আদায় করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বে¡ও চেয়ারে বসার কারণে তার নামায মাকরূহ হবে।

আর এমন ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামায শুরু করলে সিজদা ও কা'দা (বৈঠক)-এর জন্য যমিনে নামতে না পারলে তার জন্য কিয়ামের সময় চেয়ারে বসাই নাজায়েয। বরং শুরু থেকেই তার যমিনে বসে নামায পড়া জরুরি; যা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২. যে ব্যক্তি কিয়াম করতে সক্ষম এবং দাঁড়ানো থেকে চেয়ারে বসতেও পারে, কিন্তু যমিনে কোনো পদ্ধতিতেই বসতে পারে নাÑ এমন ব্যক্তির জন্য বিধান হল, সে যথা নিয়মে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করবে। এরপর স্বাভাবিকভাবে রুকু করতে পারলে রুকুও করবে। তারপর অবশিষ্ট নামায চেয়ারে বসে পড়বে। কিন্তু এক্ষেত্রে কিয়াম করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বে¡ও তার জন্য শুরু থেকেই চেয়ারে বসে নামায পড়া সহীহ নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি যমিনে সিজদা করতে সক্ষম নয় তার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত হল, এমন ব্যক্তির উপর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা জরুরি নয়; বরং সে বসে ইশারায় নামায আদায় করতে পারে।

এ বক্তব্যটি যদিও একেবারে দলীলবিহীন নয়, কিন্তু অনেক মুহাক্কিক ফকীহের দৃষ্টিতে এই মাসআলায় দলীলের বিচারে ফিকহে হানাফীর ঐ বক্তব্য বেশি শক্তিশালী, যা ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর শাগরিদ ইমাম যুফার ইবনে হুযাইল রাহ.-এর মাযহাব। আর এটাই বাকি তিন ইমামের (ইমাম মালেক রাহ., ইমাম শাফেয়ী রাহ. এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ.) মাযহাব। আর তা হল, এমন ব্যক্তি (যে ব্যক্তি যমিনের উপর সিজদা

করতে অক্ষম) যদি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম হয় তাহলে তাকে দাঁড়িয়েই নামায আদায় করতে হবে। আর যেহেতু সে সিজদা করতে অক্ষম তাই সে ইশারায় সিজদা করবে (যদি রুকু করতেও অক্ষম হয় তাহলে রুকুও ইশারায় আদায় করবে)। যমিনে সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে দাঁড়ানোর ফরয ছাড়া যাবে না।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম তাঁর একটি ফতোয়াতে এই মাসআলার উপর বিশদ আলোচনা করেছেন এবং ‘ফাতহুল কাদীর’ খ. ১ পৃ. ৪৬০, ‘আননাহরুল ফায়েক খ. ১ পৃ. ৩৩৭ এবং ‘ইলাউস সুনান খ. ৭ পৃ. ২০৩ ইত্যাদির বরাতে দালায়েলের আলোকে এই ‘কওল’ (বক্তব্য)-কেই শক্তিশালী বলেছেন যে, কিয়ামের ফরয আদায় থেকে শুধু ঐ ব্যক্তি ছাড় পাবে, যে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম। সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে কিয়াম না করার ছাড় পাবে না। তিনি সেখানে বিশদভাবে ঐ কথারও খন্ডন করেছেন যে, ‘শুধু সিজদার জন্য কিয়াম ফরয করা হয়েছে। তাই সিজদা করতে অক্ষম হলেই কিয়াম জরুরি থাকে না।’ তিনি একাধিক দলীল দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, কিয়াম নামাযের একটি স্বতন্ত্র ফরয; তা শুধু সিজদার জন্য নয়।

এমনকি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম ঐ ফতোয়ায় একথাও লিখেছেন যে, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করতে পারে, কিন্তু সিজদার জন্য যমিনে বসার পর আবার দাঁড়াতে তার অনেক কষ্ট হয়, এমন ব্যক্তিও কিয়াম (দাঁড়িয়ে নামায পড়া) একেবারে ছাড়বে না। বরং প্রথম রাকাত দাঁড়িয়ে আদায় করবে। এরপর উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হওয়ার কারণে বাকি নামায বসে আদায় করবে।

এর সাথে সাথে হযরত দামাত বারাকাতুহুম এ-ও বলেছেন যে, যমিনের উপর সিজদা করতে অক্ষম কোনো মুসল্লী যদি ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী আমল করে এবং পুরা নামায বসে আদায় করে এবং ইশারায় রুকু-সিজদা করে তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়েছে বলব না।

)لأن المسألة من الاجتهاديات، و القول المشهور و إن كان مرجوحا من حيث الدليل و لكنه ليس من الزلات المحضة، فله بعض الأدلة أيضا، مذكور في "مختصر اختلاف العلماء" ج ১ ص(.৩২৫

৩. যে ব্যক্তি কিয়াম ও রুকু করতে সক্ষম এবং সরাসরি যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতেও পারে, কিন্তু যমিনে সিজদা করতে পারে না, সে তো কিয়াম ও রুকু যথানিয়মেই আদায় করবে। এরপর যমিনে বসে যাবে। ইশারায় সিজদা আদায় করবে এবং তাশাহহুদ যমিনে বসেই আদায় করবে। এমন ব্যক্তি যেহেতু মাটিতে বা সমতলে বসতে পারে তাই তার জন্য যমিনে কা'দা-এর পরীবর্তে চেয়ারে বসা মাকরূহ তাহরীমী। যা পরিহার করা কর্তব্য।

৪. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়াতে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে। সে যদি চেয়ারে বসে নামায আদায় করে এবং সিজদার জন্য চেয়ার থেকে নেমে মাটিতে সিজদা আদায় করে তবে এক্ষেত্রে তার সিজদা যথানিয়মে আদায় হলেও কা'দা অর্থাৎ বৈঠক চেয়ারে আদায় করার কারণে নামায মাকরূহ তাহরীমী হবে; যা পরিহার করা কর্তব্য।

সম্পুর্ন নামায যার জন্য চেয়ারে বসে পড়া জায়েয

যে ব্যক্তি নামাযের কিয়াম, রুকু-সিজদা ও কা'দা (তাশাহহুদের জন্য বসা) কোনোটিই স্বাভাবিকভাবে আদায় করতে সক্ষম নয়; বরং শুধু চেয়ারেই বসতে পারে কেবল এমন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য পুরো নামায চেয়ারে বসে আদায় করা জায়েয।

তবে যেহেতু হানাফী মাযহাবের মুতুনের কিতাবগুলোতে সেজদা করতে সক্ষম নয় এমন ব্যক্তির জন্য কিয়াম রহিত হয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং দাঁড়াতে সক্ষম হওয়া সত্বেও তার জন্য বসে নামাজ পড়া উত্তম বলা হয়েছে। তাই এ অবস্থায় কেউ যদি এর ওপর আমল করত: বসে ইশারায় পূর্ণ নামাজ আদায় করে নিয়ে থাকে তাহলে তার সেই নামাজ নষ্ট বলা হবে না। আর যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম নয় সে শুরু

থেকে বসে নামাজ আদায় করবে অর্থাৎ কেরাত এবং রুকু-সেজদার ইশারা সবই বসে করবে।

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই ব্যক্তি যে কিয়াম, রুকু-সিজদা ও কা'দা (বৈঠক) সবগুলোই যথানিয়মে স্বাভাবিকভাবে আদায় করতে সক্ষম নয় তা বাস্তবসম্মত ও সুপ্রমাণিত হতে হবে। এর জন্য ডাক্তারের পরামর্শের পাশাপাশি কোনো মুফতী সাহেবকে নিজের অবস্থা পুরোপুরি জানিয়ে তার থেকে মাসআলা নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করবে। নতুবা নিজে নিজে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে কখনো নামায নাও হতে পারে।

মোদ্দাকথা এই যে, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পদ্ধতি হল, যমিনে বসে তা আদায় করা। আর যে রুকু-সিজদা করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পন্থা হল, ইশারায় রুকু-সিজদা আদায় করা। আর যে ব্যক্তি যমিনে বসতে অক্ষম তার জন্য যমিনে বসে কা'দা আদায়ের বিকল্প হল চেয়ারে বসা। কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় ওযরের কারণে চেয়ারে বসা অনুচিত।

চেয়ারে বসে নামাযের ক্ষেত্রে সিজদা আদায়ের পদ্ধতি

যে ব্যক্তি যমিনে সিজদা করতে অক্ষম তার ব্যপারে হুকুম হল, সে ইশারায় সিজদা আদায় করবে। এমন মাযূর ব্যক্তি যদি বাস্তব ওযরেই চেয়ারে বসে নামায আদায় করে তাহলে সেও ইশারায়ই সিজদা করবে। সামনে তখতা বা টেবিল রেখে তাতে সিজদা করবে না। কেননা সিজদার জন্য সামনে টেবিল বা উঁচু বস্তু রাখা এবং তাতে সিজদা করার কোনো বিধান হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অবশ্য এর দ্বারা যেহেতু ইশারার কাজ হয়ে যায় ফলে নামায আদায় হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, ইশারায় সিজদা আদায় করার নিয়ম হল, রুকুর জন্য মাথা যতটুকু ঝোঁকাবে সিজদার জন্য তার চেয়ে একটু বেশি ঝোঁকানো।

আর সিজদার জন্য ইশারা করার সময় হাত হাঁটুতেই রাখবে। কেউ কেউ তখন যমিনে সিজদা করার মত হাত চেহারা বরাবর রাখে। এটি ভুল নিয়ম।

নামাযের কাতারে চেয়ার কোথায় রাখবেন?

নামাযে কাতার সোজা করা নামায পরিপূর্ণতার অংশ। হাদীস শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ،"ِ

তোমরা কাতার সোজা কর, নিশ্চই কাতার সোজা করা নামায পরিপূর্ণতার অংশ। (মুসনাদে আহমদ)

অন্য হাদীসে বর্ণিত-

قال صلى الله عليه وسلم أيضا: "أقيموا الصفَّ في الصلاةِ، فإنَّ إقامةَ الصفِّ من حُسنِ الصَّلاة."ِ

তোমরা কাতার সোজা কর, নিশ্চই কাতার সোজা করা নামাযের সৌন্দর্যের অংশ। (মুসনাদে আহমদ)

অন্য হাদীসে বর্ণিত-

قال صلى الله عليه وسلم: "استووا ولا تختلفوا فتختلفَ قلوبُكم."

তোমরা নামাযে কাতার সোজা কর, এলোমেলো হইওনা। নামাযের কাতার এলোমেলো হলে তোমাদের অন্তরও এলোমেলো হয়ে যাবে।

অন্য হাদীসে বর্ণিত-

قال صلى الله عليه وسلم: "عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.

তোমরা নামাযের কাতার সোজা কর, তা না হয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরস্পরের মাঝে দুরুত্ব তৈরি করে দিবেন।

এসব হাদীস থেকে বুঝা যায়, নামাযে কাতার সোজা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাতার সোজা করা হবে কেয়ামের সময়। বৈঠকের সময় নয়। সুতরাং নামাযে চেয়ার থাকবে এমনভাবে যাতে চেয়ারে বসা লোকটির পা অন্যান্যদের পা বরাবর হয়। অর্থাৎ চেয়ার থাকবে পেছনে আর তিনি কাতারের বরাবর পা রেখে বসবেন।

যে সকল ব্যক্তি শরয়ী ওজয়ের কারণে দাঁড়াতে সক্ষম না হয় এবং পূর্ণ নামাজ চেয়ারে বসে আদায় করে তাদের জামাতে শরিক হওয়ার সময় চেয়ার রাখার সহিহ পদ্ধতি হলো এই যে, চেয়ার এমন ভাবে রাখবে যেন তার পিছনের পায়া কাতারে দাঁড়ানো মুসল্লিদের গোড়ালি বরাবর থাকে। যাতে বসা অবস্থায় এ সকল মাযুর ব্যক্তিদের কাঁধে অন্যান্য মুসল্লিদের কাঁধ বরাবর সোজা হয়ে যায়।

কিন্তু যদি এ সকল লোক কিয়াম করতে সক্ষম হয় এবং কিয়াম নিয়মমাফিকই আদায় করে, তবে রুকু- সেজদা বা শুধু সেজদা

এভাবে চেয়ার রাখলে প্রশ্ন আসতে পারে যে, তখন তার পেছনের লোকটি সেজদা দিবেন কিভাবে? এর জবাবে আমরা বলবো- কোনো মুসল্লী কাতারের মাঝে চেয়ারে বসতে পারবেন না। চেয়ার কাতারের এক সাইডে রাখতে হবে। চেয়ারগুলো সব একের পেছনে এক বসাতে হবে। তাহলে নামাযে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না। ইনশা-আল্লাহ।

চেয়ারে বসে টেবিলের উপর সেজদা করার হুকুম

এক ব্যক্তি জমিনে মাথা ঠেকিয়ে সেজদা করতে পারে না তবে চেয়ারে বসে সামনে বসার স্থান থেকে ৯ ইঞ্চি কম উঁচু টেবিল বা তেপায়ার ওপর মাথা রেখে সিজদা করতে পারে, তাহলে এক্ষেত্রে তার জন্য কি হুকুম? কেউ কেউ বলেন যে, তার জন্য সামনে কোন টেবিল রেখে সেজদা করা জরুরী।

আর কারো কারো ধারণা এই যে, উক্ত ব্যক্তির জন্য জমিনে বসেই মাথার ইশারায় সেজদা করা যথেষ্ট। চেয়ারে বসে সামনে টেবিল বা অন্য কিছুতে সেজদা করার হুকুম নেই, কেননা যদি জমিনে সেজদা করতে সক্ষম না হয় তাহলে তার থেকে জমিনে মাথা ঠেকিয়ে সেজদা করার আবশ্যকতা বাতিল হয়ে যায়। কেননা ফোকাহায়ে কেরাম এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পা রাখার স্থান থেকে ২ ইটের (অর্ধ হাত/ ৯ ইঞ্চির)

বেশি উঁচু কোন বস্তুর ওপর সেজদা করা জায়েজ নেই। আর এ কথায় স্পষ্ট যে, চেয়ারের সামনে টেবিল পা রাখার স্থান থেকে ২ ইটের চেয়ে অধিক উঁচু হয়ে থাকে।

এ অবস্থায় যদি জমিনে বসে স্বীয় বসার স্থান থেকে ৯ ইঞ্চির কম উঁচু টেবিল বা কাঠের ওপর সহজে মাথা রেখে সেজদা করতে পারে তাহলে সেই টেবিল বা কাঠের উপর মাথা ঠেকিয়ে সেজদা করা জরুরী।

অর্থাৎ রোগী যদি জমিনে কোন বস্তু রেখে তার ওপর সেজদা করতে সক্ষম হয় যার উচ্চতা এতটুকু যে তার ওপর সেজদা করা বৈধ [অর্থাৎ স্বাভাবিক ২ ইট তথা অর্ধ হাত / ৯ ইঞ্চির বেশি নয়] তাহলে ঐ বস্তুর ওপর সেজদা করা তার জিম্মায় জরুরী। এমতাবস্থায় ইশারায় সেজদা করা বৈধ নয়। কেননা সে বাস্তবে সেজদা করতে সক্ষম আর ইশারার মাধ্যমে সেজদা গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত হলো বাস্তবে সেজদা করা অসম্ভব হওয়া। আর যদি জমিনে বসে এভাবে সেজদা করতে সক্ষম না হয় তাহলে তাকে সেজদা করতে সক্ষম ধরা হবে না। সুতরাং তার থেকে সেজদার ফরজিয়্যত রহিত হয়ে যাবে এবং সে নামাজ ইশারায় আদায় করবে।

ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন:

যখন সেজদার স্থান পায়ের স্থান থেকে একটি বা দুটি ইট সমপরিমান হবে তা জায়েজ আছে। কিন্তু যদি এর থেকে বেড়ে যায় তাহলে জায়েয নেই। আর এক ইটের পরিমাণ হলো এক হাতের চার ভাগের এক ভাগ।

আর চেয়ারে বসা অবস্থায় যেহেতু সামনের টেবিল বা কাঠের উচ্চতা পা রাখার স্থান থেকে দুই ইট [৯ ইঞ্চি]- এর অধিক উঁচু হয় তাই চেয়ারে বসে সামনের কোন টেবিলের ওপর সেজদা করতে পারলেও তাকে সেজদা করতে সক্ষম বলা হবে না এবং এভাবে সেজদা করলে তাকে স্বাভাবিক সেজদা বলা হবে না বরং তা ইশারাই সাব্যস্ত হবে। তবে এ পদ্ধতিটি সেজদার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় তাকে উত্তম বলা যেতে পার । (الفتاوي الهنديه - ٣١/٣)

তহারাতের জন্য সেজদা ছেড়ে দেয়া

প্রশ্ন :

এক ব্যক্তি সেজদা করতে সক্ষম তবে সেজদা করতে গেলে তার পিছনে রাস্তা দিয়ে বায়ু বের হয়ে যায় বা ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বের হয় কিন্তু বসে থাকলে এমনটি হয় না। এই ব্যক্তি কি রুকু সেজদা করে মাজুরের মতো ওজরসহই নামাজ আদায় করবে? নাকি বসে ইশারা করে তোহারাতের সাথে নামাজ আদায় করবে?

উত্তর :

উক্ত ব্যক্তি বসে ইশারা করে নামাজ আদায় করবে। কেননা তহারাতের রুকন ছেড়ে দেওয়ার তুলনায় তহারাতের সাথে ইশারায় সেজদা আদায় করা অধিক মার্জনা যোগ্য। সুতরাং ওই ব্যক্তি বসেই তহারাতে সাথে নামাজ আদায় করবে। আর রুকু সেজদা করতে সক্ষম হলে রুকু সেজদা করে নামাজ আদায় করবে অন্যথায় রুকু সেজদাও ইশারায় করবে।

মহিলাদের জন্য ঘরে খাট বা চেয়ারে বসে নামাজ পড়া

প্রশ্ন :

ঘরে সাধারণত মহিলারা খাটে বসে নামাজ পড়েন। কেউ কেউ মনে করেন যে তাদের এভাবে বসেই নামাজ পড়তে হয়। তাদেরকে দাঁড়াতে হয় না। সুতরাং তাদের নামাজের কি হুকুম? এমনিভাবে তাদের রুপ জন্য রুকু সেজদার কি হুকুম। মোটকথা তারা কিভাবে নামাজ আদায় করবে?

উত্তর :

কোন ওজর ব্যতীত খাটে বসে ফরজ বা ওয়াজিব নামাজ পড়া জায়েজ নেই। তবে যদি দাঁড়ানোর সামর্থ্য না থাকে তাহলে খাটে বসে নামাজ পড়া জায়েয। অতপর যদি রুকু সেজদারও শক্তি না থাকে তাহলে মাথার ইশারায় রুকু সেজদা করবে। সেজদার রুকুর তুলনায় মাথায় একটু বেশি ঝুকাবে। আর যদি রুকু সেজদা করার সামর্থ্য থাকে তাহলে

ইশারা যথেষ্ট হবে না, বরং নিয়ম মাফিক রুকু সেজদা করা জরুরী। অবশ্য নফল নামাজ ওজর ব্যতীতও বসে পড়া জায়েজ। তবে এ ক্ষেত্রেও সেজদা করা জরুরী।

সেজদা করতে অক্ষম ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ইশারা করে নামাজ আদায় করবে না বসে

যে ব্যক্তি কিয়াম ও রুকু করতে পারে তার জন্য শরীয়তের হুকুম হলো সে ব্যক্তিকে কেরাত দাঁড়িয়ে পড়বে এবং যথারীতি রুকু করবে। অতঃপর বসে সেজদার জন্য ইশারা করবে। এভাবে বসে ইশারের মাধ্যমে সেজদা আদায় করা দাঁড়িয়ে ইশারা করার চেয়ে উত্তম।

কেননা, উক্ত ব্যক্তি সেজদা থেকে অপারগ হওয়ার কারণে সেজদা ইশারার মাধ্যমে আদায় করবে। আর বসা অবস্থায় জমিনের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তার সেজদার সাথে অধিক সাদৃশ্য রাখে এবং তার সেজদার অধিক নিকটবর্তী। কিন্তু লক্ষ্য রাখবে যে, রুকু সেজদা ইশারায় আদায়কারীদের জন্য আবশ্যক হলো সেজদার জন্য রুকুর তুলনায় বেশি ঝুঁকাবে। অর্থাৎ, সেজদার মধ্যে রুকু অপেক্ষা মাথাকে বেশি ঝুকানো আবশ্যক। কেননা যদি উভয় ক্ষেত্রে মাথা সমান ঝোকানো হয় তাহলে নামাজ হবে না।

চেয়ারে বসে ইমামতি করা

এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানালে তার মত ইশারা কারী মাজুরদের নামাজ তো তার পেছনে সহিহ হবে কিন্তু রুকু -সেজদা করতে সক্ষম ব্যক্তিদের নামাজ তার পেছনে সহিহ হবে না। কেননা ইশারায় নামাজ আদায়কারীর পেছনে রুকু- সেজদা করতে সক্ষম ব্যক্তিদের ইক্তেদা সহীহ নেই।

হাঁটুর ব্যাথার কারণে কখনো রুকু সেজদা করে আর কখনো চেয়ারে বসে নামাজ পড়া

প্রশ্ন :

এক ব্যক্তির হাটুতে ব্যথা। তবে সে কেয়াম এবং রুকু সেজদাও করতে পারে। কিন্তু যখন মন চায় জমিনে বসে রুকু সেজদা করে নামাজ আদায় করে আর যখন মন চায়

চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে এবং রুকু সেজদা ইশারায় আদায় করে এই ব্যক্তির নামাজে হবে কিনা?

উত্তর :

যে ব্যক্তি কিয়াম ও রুকু সেজদা করতে সক্ষম এবং এমন কোন অসুস্থতায় আক্রান্ত নয় যার কারণে সে এই রোকন গুলো আদায় করতে অপারগ অথবা এ রুকন গুলো আদায় করার কারণে তার অসুস্থতা বেড়ে যাওয়া বা সুস্থ হতে বিলম্ব হওয়ার কোন আশঙ্কা না থাকে এমন ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো ফরজ ওয়াজিব এবং কমপক্ষে ফজরের সুন্নত দাড়িয়ে আদায় করা। যদিও দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে কিছুটা কষ্ট হয়। সুতরাং প্রশ্নোক্ত অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির জন্য বসে নামাজ আদায় করার ক্ষেত্রে বিবরণ নিম্নরূপ -

ক. যদি তার হাঁটুতে সাধারণ কোন ব্যথা হয় যে ওই ব্যাথা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারে এবং এর কারণে ব্যথা বেড়ে যাওয়া অথবা ভালো হতে বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা না থাকে তাহলে তার ওপর জরুরি হলো যে, সে নামাজ দাঁড়িয়ে আদায় করবে। এ অবস্থায় তার জন্য বসে নামাজ পড়া জায়েয নেই।

খ. যদি তারা হাঁটুর সমস্যা এমন হয় যে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার কারণে তা বেড়ে যাওয়া অথবা সুস্থ হতে বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা থাকে বা তাতে অসহনীয় কষ্ট হয় তাহলে এমতাবস্থায় তার জন্য বসে নামাজ পড়া জায়েজ।

আর ওই ব্যক্তির রুকু এবং সেজদার ব্যাপারে ব্যাখ্যা হল যে, যদি সে রুকু সেজদা করতে সক্ষম হয়, যদিও ডানে বায়ে পা ছড়িয়ে বসে হয় তাহলে তার ওপর নিয়মতান্ত্রিকভাবে রুকু সেজদা করা জরুরী। শুধু ইশারায় রুকো সিজদা করা জায়েজ নেই। যদি সামনে টেবিল ইত্যাদি উঁচু কোন বস্তু রেখে তার ওপর সেজদা করুক। কিন্তু লক্ষ্য রাখবে যে, যেই জিনিসের ওপর সেজদা করছে তার উচ্চতা জমিন থেকে আনুমানিক নয় ইঞ্চি বা অর্ধহাত এর চেয়ে বেশি উঁচু যেন না হয়। কেননা এর চেয়ে উঁচু বস্তুর ওপর সেজদা করা জায়েজ নেই। এ অবস্থায় সে জমিনে বসে নামাজ আদায় করবে। তার জন্য চেয়ারে বসে নামাজ পড়া জায়েজ নেই।

গ. যদি সমস্যা এমন হয় যে, কখনো ব্যথা বেড়ে যায় যার কারণে দাঁড়াতে বা রুকু সেজদা করতে অপারগ হয় বা তাতে অসণীয় কষ্ট হয় বা সমস্যা আরো বেড়ে যাওয়ার অথবা সুস্থ হতে বিলম্ব হওয়ার ভয় হয়। আবার কখনো কমে যায় যার কারণে উক্ত ব্যক্তি কিয়াম, রুকু ও সেজদা করতে সক্ষম হয়ে যায় তাহলে প্রথম অবস্থা দেখা দেওয়ার সময় সে মাজুর সাব্যস্ত হবে এবং এ অবস্থায় বসে বা ইশারা করে নামাজ পড়া জায়েজ। আর যখন দ্বিতীয় অবস্থা দেখা দিবে তখন তার ওপর সুস্থতার হুকুম ফিরে আসবে এবং তার জন্য আবশ্যক হবে যে, ওই নামাজগুলো দাঁড়িয়ে আদায় করবে যে না নামাজগুলোতে দাঁড়ানো আবশ্যক। এমনকি যদি সামান্য সময়ের জন্য দাঁড়াতে সক্ষম হয় পুরা নামাজ দাঁড়িয়ে পড়তেন না পারে, তাহলে যে পরিমাণ সময় দাঁড়াতে পারে সে পরিমাণ সময় দাঁড়ানো তার ওপর ফরজ। যেমন, দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরিমা বলার সামর্থ্য আছে কিন্তু কিরাতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি নেই তাহলে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলা তার জন্য ফরজ।

সুতরাং প্রশ্নোক্ত অবস্থায় যদি উক্ত ব্যক্তির সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়া অবস্থায় যখন মাজুর বলে গণ্য হয় তখন বসে বা ইশারা করে নামাজ আদায় করে আর সমস্যা কমে যাওয়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে নিয়মমাফিক রুকু সেজদা করে নামাজ আদায় করে তাহলে তার নামাজ সহিহ হবে।

আর যদি সে উপরোক্ত ব্যথা অনুযায়ী মাজুর না হয় কিন্তু তা সত্বেও যখন মন চায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে, আর যখন মন চায় বসে নামাজ পড়ে, তাহলে এমতাবস্থায় বসে আদায়কৃত ওই সকল নামাজ যাতে কিয়াম তরক করার অবকাশ নেই(অর্থাৎ ফরজ ও ওয়াজিব নামাজ) তা আদায় হয়নি। সেগুলো পুনরায় আদায় করা জরুরি। আর যখন সে রুকু সেজদা করতে অক্ষম হয়ে যায় তখন তার জন্য চেয়ারে বসে নামাজ পড়া এবং রুকু সেজদা ইশারায় করাও জায়েজ।

সারকথা :

(১) যে ব্যক্তি জমিনে মাথা ঠেকিয়ে সেজদা করতে অক্ষম তবে দাঁড়াতে পারে তার জন্য করণীয় হলো যে, সে নিয়মমাফিক দাঁড়িয়ে রুকু করবে। আর যদি এরকম করতেও সক্ষম না হয় তাহলে রুকুর ইশারা দাঁড়িয়েও করতে পারে আবার বসেও। আর সেজদা বসে ইশারায় আদায় করবে। অতঃপর যদি অতিরিক্ত কষ্ট ছাড়া দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াতে পারে তাহলে দ্বিতীয় রাকাত ও প্রথম রাকাতের ন্যায় পড়বে। তবে যদি বসা থেকে উঠতে কষ্ট খুব বেশি হয় তাহলে অবশিষ্ট নামাজ বসে ইশারায় পূর্ণ করে নিবে। তবে কেউ যদি হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতানুসারে পূর্ণ নামাজ বসেই ইশারায় আদায় করে নেয় তাহলে যেহেতু গাইরে মুজদাহীদের জন্য মুজতাহিদের কথাও শরয়ী দলিল তাই তার নামাজকেও ফাঁসিদ বলা হবে না।

(২) রুকু -সেজদা থেকে অক্ষমতার যে অবস্থায় বসে নামাজ পড়া জায়েজ তার মধ্যেও উত্তম তো এটাই যে, জমিনে বসে নামাজ আদায় হবে। যদি কিয়াম করার শক্তি থাকে তাহলে কেরাত চেয়ারে বসে না করে দাঁড়িয়ে করাই উচিত। তবে কিয়াম রুকু -সেজদা কোনটিরই শক্তি না থাকা অবস্থায় যদি চেয়ারে বসে নামাজ পড়া হয় তাহলে সে অবস্থায় রুকু সেজদার জন্য ইশারা করাও জায়েজ। আর এটাও জায়েজ যে, চেয়ারের বসার স্থান সমপরিমাণ বা তার থেকে সামান্য উঁচু কোন বস্তুর ওপর মাথা ঠেকিয়ে সেজদা করবে। তবে তা হাকীকী সেজদা নয় বরং ইশারা হিসেবেই গণ্য হবে এবং এমনটি করা ওয়াজিবও নয়। তবে তা সেজদার অবস্থার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে তাকে যদি উত্তম মনে করা হয় তাহলে তাও অসম্ভব নয়।